সরকারি হিসাবে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা ৬০

চলতি বছর ডেঙ্গুজনিত কারণে মৃত্যুর মিছিলে আরও ৩ জনের নাম যুক্ত হলো।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) ডেথ রিভিউ কমিটি এই তিনটি মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত কারণে হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে।

এ নিয়ে সরকারিভাবে ডেঙ্গুজনিত কারণে ৬০ জনের মৃত্যু ঘোষণা করা হলো।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ১০১ জনের মৃত্যু পর্যালোচনা করে ডেঙ্গুজনিত কারণে ৬০টি মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। বাকি ৪১ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত কারণে হয়নি বলে ডেথ রিভিউ কমিটি নিশ্চিত হয়েছে।

সরকারি হিসেবে ৬০ জন হলেও বেসরকারি তথ্যমতে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ২০০ জনে পৌঁছাল।

আইইডিসিআর’র সাবেক পরিচালক ও বর্তমানে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআর’বি) উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মাহমুদুর রহমান বলেন, হাসপাতাল থেকে ডেঙ্গুজনিত কারণে মৃত্যু ঘোষণা পর নতুন করে পর্যালোচনার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডেঙ্গু সনাক্ত করা হয়েছে। এরপর ওই রোগীর মৃত্যু হলে সেটিকে ডেঙ্গুজনিত কারণই বলতে হবে। সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে এটিই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম।

তবে এটি মানতে নারাজ স্বাস্থ্য অধিদফতর ও আইইডিসিআর। হাসপাতাল থেকে মৃত্যু ঘোষণার পর তারা সেটি পর্যালোচনা করে মৃত্যু নিশ্চিত করছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী, গত চব্বিশ ঘন্টায় শনিবার সকাল থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত নতুন করে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৭৬১ জন

হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকায় ৩১৪ জন এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ৪৪৭ জন ভর্তি হয়েছেন।

চলতি মাসের ১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যথাক্রমে ৯০২ জন, ৮৬৫ জন, ৭৮৩ জন, ৮২০ জন, ৭৮৮ জন, ৭৯৩ জন ও ৬০৭ জন আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

চলতি বছর এ পর্যন্ত ৭৬ হাজার ৫১৪ জন আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭৩ হাজার ৯১ জন চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছেড়েছেন। দেশের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ৩ হাজার ২২৬ জন রোগী ভর্তি আছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীর ৪১ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ১ হাজার ৫৯২ জন এবং ঢাকার বাইরে বিভাগীয় ও জেলা সদর হাসপাতালে ১ হাজার ৬৩৪ জন রোগী চিকিৎসাধীন।